June-August 2022 বর্ষ ০৫ সংখ্যা ০৫

লাইব্রেরীয়ান ভয়েস ONLINE BULLETIN

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের কথা বলে

ISSN 2710-0103
www.librarianvoice.org

লাইব্রেরীয়ান ভয়েস গোলাম মুস্তাফা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট

লাইব্রেরিয়ান ভয়েস-গোলাম মুস্তাফা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গঠিত

প্রথম অ্যাওয়ার্ড এ বছরেই

- পাঠ বিমুখতা ও আমাদের দায়
- School Librarians' Duties and Responsibilities in Enhancing Quality Education
- লাইব্রেরি জার্নাল নিয়ে কিছু কথা

জুন-আগস্ট, ২০২২
বর্ষ ০৫, সংখ্যা ০৫

LIBRARIAN ONLINE BULLETIN VOICE

সম্পাদনা পর্ষদ

শাহাজাদা মাসুদ আনোয়ারুল হক
কাজী ফরহাদ নোমান
কনক মনিরুল ইসলাম
ঈদ-ই-আমিন
মোঃ আশিকুজ্জামান
অন্তরা আনোয়ার
আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
আনিকা তাবাচ্ছুম

গ্রাফিক্স

দিল আফরোজ

প্রতিনিধি

মোঃ মনিরুল ইসলাম সবুজ, *বিশেষ প্রতিনিধি*
রাশেদ নিজামী, *বিশেষ প্রতিনিধি*
দেবাশীষ মুখার্জি, *কলকাতা প্রতিনিধি*
অরিজিৎ দাস, *কলকাতা প্রতিনিধি*
মোঃ মনিরুল ইসলাম, *চট্টগ্রাম প্রতিনিধি*
আবিদ হাসান, *সিলেট প্রতিনিধি*

যোগাযোগ

librariansvoice@gmail.com
Facebook/librarianvoice
Twitter/librarian_voice

ভেতর পাতায়

প্রচ্ছদ / পাঠ বিমুখতা ও আমাদের দায়- ০৩

সংবাদ / লাইব্রেরিয়ান ভয়েস গোলাম মুস্তাফা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গঠিত- ০৬

সংবাদ / Open Access Bangladesh উদ্যোগ Development History and Bangladesh: Why History Matters for Development Practice এর উপর আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত - ০৭

Opinion / School Librarians' Duties and Responsibilities in Enhancing Quality Education - ০৮

ফিচার / লাইব্রেরি জার্নাল নিয়ে কিছু কথা-১২

সংবাদ / IFLA- WLIC আন্তর্জাতিক সম্মেলন ২০২২ অনুষ্ঠিত- ১১

বুক রিভিউ / দূরবীনে ব্যাকবেঞ্চার: স্মৃতিকাতরতার ঐন্দ্রজালিক উপস্থিতি – ১৫

লাইব্রেরিয়ান ভয়েস এ প্রকাশিত প্রবন্ধ ও মতামত লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। লাইব্রেরিয়ান ভয়েস কর্তৃপক্ষ এজন্য দায়বদ্ধ নয়।

© 2017-2022 ***Librarian Voice***
Subject to a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

পাঠ বিমুখতা ও আমাদের দায়

সাজ্জাদুল করিম

সম্প্রতি বিবিসি বাংলা একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যার শিরোনাম হলো – 'পাবলিক লাইব্রেরি : বিমুখ পাঠক ফেরাতে কী করছে কর্তৃপক্ষ?' প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, গত এক দশকে বাংলাদেশে পাবলিক লাইব্রেরিতে পাঠকের সংখ্যা অনেক কমেছে। এরকম খবর বা প্রতিবেদন মাঝে মাঝেই বিভিন্ন গণমাধ্যমে উঠে আসে। এসকল প্রতিবেদনগুলোতে পাঠক কমে যাওয়ার নানামুখী কারণ খুঁজে বের করা হয়। যার মধ্যে অন্যতম কারণ হিসেবে যেটিকে দেখানো হয় সেটি হলো- আমাদের পাঠাভ্যাস কমে যাওয়া। তাছাড়া প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান আধিপত্য, লাইব্রেরিগুলোর নানা রকম সীমাবদ্ধতা, অবসর সময়ের অভাব, সিলেবাস কেন্দ্রিক লেখা-পড়ার চাপ এবং সর্বোপরি ভোগবাদী জীবন ব্যবস্থার আগ্রাসন উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে, আমাদের পাঠাভ্যাস কমে যাওয়া সম্পর্কে আমার কিছু পর্যবেক্ষণ আপনাদের সামনে উপস্থাপনের চেষ্টা করবো।

প্রথমত: পাঠ বিমুখতার চিত্র উপস্থাপন করতে গিয়ে আমরা সাধারণত কী করি? আমরা লাইব্রেরিগুলোর করুণ চিত্র তুলে ধরে দাবি করি যে, আমাদের পাঠাভ্যাস কমে গিয়েছে। অর্থাৎ আমরা বলতে চাই যেহেতু আজকাল মানুষ লাইব্রেরিতে খুব একটা যায় না সেহেতু বুঝা যায় আমাদের পাঠাভ্যাস কমেছে। আমার কাছে মনে হয় বিষয়টি নিয়ে ভিন্নভাবেও চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে। লাইব্রেরিতে পাঠক কমে যাওয়া আর পাঠাভ্যাস কমে যাওয়া এক কথা নয়। নানা কারণেই আজকাল মানুষ লাইব্রেরিতে যাচ্ছে না। সেটি ভিন্ন বিষয় কিন্তু এথেকেই প্রমাণিত হয় না যে, আমাদের পাঠাভ্যাস কমে গিয়েছে।

দ্বিতীয়ত: পাঠ বলতে আমরা আসলে কী বুঝাতে চাই সেটিও পরিস্কার করতে হবে। পাঠের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, ধরণ ও পরিধি অনেক বিস্তৃত অথচ এই শব্দটিকে আমরা সংকীর্ণ অর্থে বুঝে থাকি। এবিষয়ে আমরা 'পাঠ, পাঠাভ্যাস ও পাঠক' শিরোনামের অন্য একটি প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সুতরাং এখানে আর কিছু বলছি না। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো- শিক্ষায়তনিক বই (Academic Book), সংবাদপত্র বা সাময়িকী, চাকুরীর প্রস্তুতিমূলক বই-পুস্তক, গবেষণা ও কর্মজীবনের প্রয়োজনীয় বই পড়াও যে একধরণের পাঠ, তা আমরা স্বীকার করতে চাই না। যদিও বিভিন্ন উদ্দেশ্য বা কারণে আমরা পড়ালেখা করি যেমন: ডিগ্রী অর্জন, চাকুরী লাভ, জ্ঞানার্জন, বিনোদন, গবেষণা, জীবিকার তাগিদ ইত্যাদি।

তৃতীয়ত: পাঠ সামগ্রী, পাঠের উপকরণ বা মাধ্যম নিয়েও আমাদের মাঝে অস্পষ্টতা রয়েছে। আমরা সাধারণত কাগজের পটে অংকিত লিপি আওড়ানোকেই পাঠ বা পড়া বলে বিবেচনা করি। অথচ আজকাল প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করেও যে পড়ার সুযোগ তৈরি হচ্ছে; সেটিকে অস্বীকার করি বা বিবেচনায় নিতে কার্পণ্য করি।

হ্যাঁ, পাঠাভ্যাস কমেছে বলতে মোটাদাগে আমরা যা বুঝাতে চাই তা হলো: প্রথমত: **সৃজনশীল বই পাঠের অভ্যাস কমেছে।** অর্থাৎ শিক্ষায়তনিক বা কর্মজীবনের প্রয়োজন ব্যতীত আমরা পড়ি না। প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় – *"আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় মোটের উপর বাধ্য না হলে বই স্পর্শ করেন না। ছেলেরা যে নোট পড়ে এবং ছেলের বাপেরা যে নজির পড়েন, সে দুইই বাধ্য হয়ে অর্থাৎ পেটের দায়ে। সেইজন্য সাহিত্যচর্চা দেশে একরকম নেই বললেই হয়, কেননা সাহিত্য সাক্ষাৎভাবে উদরপূর্তির কাজে লাগে না।"* এর পেছনে অবশ্য কিছু কারণও রয়েছে। যেমন:

(১) আমাদের দেশে বেশিরভাগ পরিবারে পড়ার কোন চর্চা নেই এবং তারা এর প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেন না। যেখানে শরীরে চাহিদা (ক্ষুধা) মেটাতেই আমরা ব্যতিব্যস্ত সেখানে মন বলে যে কিছু একটা আছে এবং তারও যে খাদ্য প্রয়োজন এই সত্যটিই তো আমরা জানি না। তাহলে পড়ার চর্চাই বা থাকবে কেন?

(২) যারাও পড়া-লেখার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন তারাও শিক্ষায়তনিক পড়া বা সিলেবাসের বাইরের পড়াকে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর মনে করেন। আর এর পেছনে রয়েছে ভুল বার্তা। যেমন পড়ালেখার গুরুত্ব বোঝাতে আমাদেরকে ছোট বেলা থেকেই শেখানো হয় 'পড়া-লেখা করে যে, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে।' অর্থাৎ পড়া-লেখার উদ্দেশ্যই ভুলভাবে শেখানো হয়েছে। অথচ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন-*"শিক্ষার উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের বিকাশ করা, চাকুরী বা শুধু জ্ঞানার্জন নয়।"* ভালো মানুষ হওয়ার জন্য, সত্য ও সুন্দরের পূজারী হওয়ার জন্য যে পড়তে হয় তা আমাদের শেখানো হয় না।

(৩) আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এবং শিক্ষকগণও সিলেবাসের নির্দিষ্ট গুটি কয়েক বিষয়ের বাইরেও যে জ্ঞানের বিশাল জগৎ রয়েছে তার সন্ধান দিতে পারেন না বা দেন না।

(৪) পড়া কাজটিকেই আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিরানন্দ ও বিরক্তিকর কাজে পরিণত করেছে। যে কথাটি প্রমথ চৌধুরী বলেছেন শতবছর পূর্বেই, *"আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উল্টো। সেখানে ছেলেদের বিদ্যে গেলানো হয়, তারা তা জীর্ণ করতে পারুক আর নাই পারুক। এর ফলে ছেলেরা শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নিতে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে।"* পড়ার মধ্যে যে আনন্দ রয়েছে সেই আনন্দকে আমরা ভয় ও বিতৃষ্ণায় পরিণত করে ফেলেছি। ফলস্বরূপ একবার যে ছেলেটি বিদ্যালয়ের গন্ডি পেরোয়, পড়ার সাথে তার সকল সম্পর্ক তখনই চুকে যায়। এজন্যই বোধ করি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন –*"বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কন্ঠস্থ করিতেছি। তেমনি করিয়া কোনো মতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু মনের বিকাশ হয় না।"*

(৫) মজার বিষয় হলো **Academic Book** বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে বইগুলো পড়ানো হয় তার বাংলা পরিভাষা করেছি 'পাঠ্যবই'। এক অর্থে যার মানে দাঁড়ায় - বিদ্যালয়ে পড়ানো হয় না এমন সকল বই হলো অপাঠ্য। অবচেতনভাবেই এই ভুল শব্দটি আমাদেরকে সৃজনশীল বই পাঠে অনুৎসাহিত করছে।

(৬) সৃজনশীল পড়ালেখা, সাহিত্য চর্চা, গবেষণা এরকম কাজকে আমরা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে মূল্যায়ন করি না। যে কারণে বিশ্বমানের লেখক, কবি, সাহিত্যিক, গবেষক বা বিজ্ঞানী আজ আর আমাদের দেশে জন্ম নিচ্ছেন না। তাই আমাদের ছেলে-মেয়েরাও আজ আর লেখক, কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, বিজ্ঞানী বা এরকম সৃজনশীল মানুষ হতে চায়না।

(৭) আমাদের পড়ালেখার মূল উদ্দেশ্যই থাকে অর্থ উপার্জন। তাই অর্থমূল্যে বিনিময় নেই বা যে সকল পুস্তক পাঠে সরাসরি অর্থ লাভ হয়না সে পড়ায় আমাদের আগ্রহও শূণ্য। অথচ মহাত্মা গান্ধী বলেছেন - "শিক্ষা জীবিকা উপার্জনের পথ বলে ধরে নেওয়া আমার সামান্য বুদ্ধিতে নিচু বৃত্তি বলে বোধ হয়।"

(৮) সর্বোপরি পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার কোথাও সৃজনশীল সাহিত্য পাঠের অনুকূল পরিবেশ না থাকাই আমাদেরকে পাঠ বিমুখ জাতিতে পরিণত করছে।

দ্বিতীয়ত: পাঠাভ্যাস কমেছে বলতে আমরা যা বুঝাতে চাই তা হলো - কাগজে মুদ্রিত বই ও অন্যান্য পাঠসামগ্রী পড়ার অভ্যাস কমেছে। তার কারণ আমরা সবাই জানি, তথ্য প্রযুক্তির নিত্য-নতুন আবিষ্কার ও সহজলভ্যতা। এই চিত্রটি যে শুধু এখনই পরিলক্ষিত হচ্ছে তা কিন্তু নয় বরং ঐতিহাসিকভাবেই আমরা জানি মানুষের পাঠোপকরণ ধারাবহিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন কাগজ, কালি ও মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ পশুর চামড়া, গাছের ছাল-বাকল, পাতা, পোড়া মাটির ফলক, কাঠ, পাথর ইত্যাদি পাঠোপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতো। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা এখন প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহারে অভ্যস্ত হচ্ছি।

তৃতীয়ত: পাঠাভ্যাস কমেছে বলতে আমরা বুঝাই - লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়ার অভ্যাস কমেছে। অর্থাৎ এত কিছুর পরেও যারা পড়ার অভ্যাস ও চর্চা ধরে রেখেছেন তারাও আজকাল লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়ার সময় ও সুযোগ পান না বা এর প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেন না। এর পেছনেও যৌক্তিক কিছু কারণ রয়েছে। যেমন:

(১) আমাদের দেশের লাইব্রেরিগুলো যুগের সাথে তাল মিলিয়ে পাঠকদের উপযোগী পাঠোপকরণ, পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে পারছে না।

(২) প্রযুক্তির নিত্য-নতুন আবিষ্কার ও তথ্যের অবাধ প্রবাহের সাথে পাল্লা দিয়ে লাইব্রেরিগুলো পেরে উঠছে না। আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও পাঠসামগ্রী আমরা লাইব্রেরিতে না গিয়েও সহজেই পেয়ে যাচ্ছি। ফলে লাইব্রেরির গুণগত ব্যবহার কমে যাচ্ছে।

(৩) সেই সাথে আমাদের আর্থ-সামজিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, পাঠোপকরণের সহজলভ্যতা, তথ্যের মহাবিস্ফোরণ ইত্যাদিও লাইব্রেরির পাঠক হ্রাসে ভূমিকা রাখছে। বইপ্রেমী অনেক রুচিশীল পাঠক এখন নিজেরাই তাদের পছন্দের বই কিনে নিজস্ব সংগ্রহে রাখছেন। ফলে লাইব্রেরিতে যাওয়ার অভ্যাস কমেছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা একথাই বলতে চাই, পাঠ বিমুখতা বা পাঠাভ্যাস কমে যাওয়া কথাটি একটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বিষয় এবং এই অবস্থার পেছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে। ঢালাওভাবে শুধু পাঠক বা লাইব্রেরির উপর দোষ চাপালেই এই অবস্থার উন্নতি হবে না। তাই পাঠ বিমুখতার এই সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে একটি সৃজনশীল, আলোকিত ও উন্নত জাতি বিনির্মাণে সময় এসেছে এখনই কাজ করার। আর এজন্য প্রয়োজন একটি সামাজিক আন্দোলনের যেখানে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, সমাজ, রাষ্ট্র তথা সকলের সম্মিলিতভাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ রয়েছে। তা না হলে শুধু লাইব্রেরির একার পক্ষে পাঠাভ্যাসে আগ্রহ তৈরি ও পাঠ বিমুখতার সংস্কৃতি রোধ করা সম্ভব নয়।

সাজ্জাদুল করিম
জেলা লাইব্রেরিয়ান, শেরপুর
sazzad.karim70@gmail.com

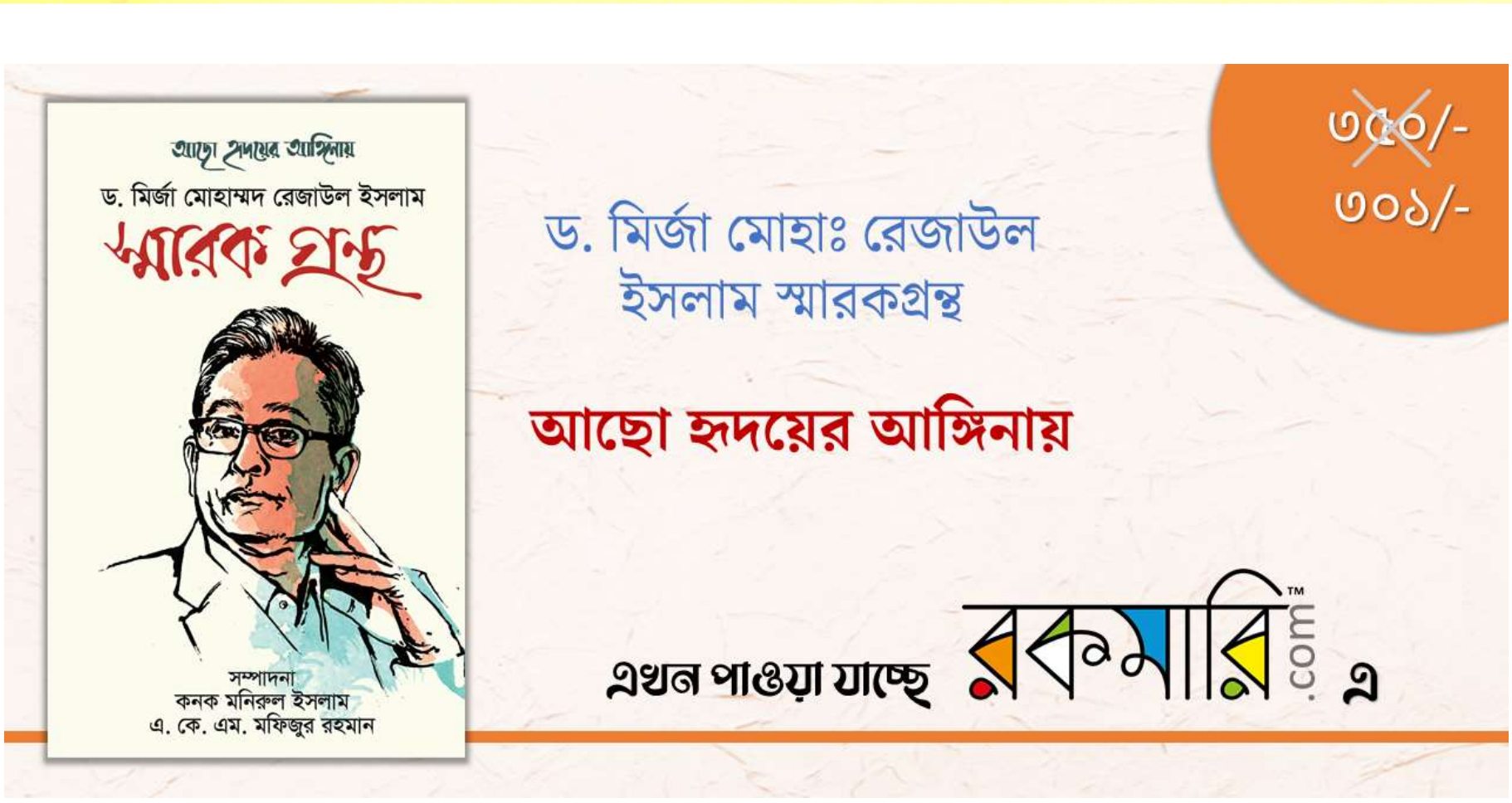

লাইব্রেরীয়ান ভয়েস

গোলাম মুস্তাফা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট

লাইব্রেরিয়ান ভয়েস গোলাম মুস্তাফা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গঠিত

দেশের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে গঠিত হয়েছে লাইব্রেরিয়ান ভয়েস গোলাম মুস্তাফা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। লাইব্রেরিয়ান ভয়েসের উদ্যোগে এবং দেশের স্বনামধন্য প্রকাশনা সংস্থা হাক্কানী পাবলিকেশন্সের স্বত্বাধিকারী জনাব মোঃ গোলাম মুস্তাফার সার্বিক সহযোগিতায় এই ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। এই ট্রাস্টের আওতায় দেশের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার পেশার উন্নয়নে কাজ করে যাওয়া ব্যক্তি ও সংস্থাকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি বছর পুরস্কার প্রদান করা হবে। দেশে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার পেশার ইতিহাসে এ ধরণের ট্রাস্ট এটাই প্রথম। লাইব্রেরিয়ান ভয়েসের এই উদ্যোগ গ্রন্থাগার পেশাজীবীদেরকে উৎসাহ প্রদান করবে বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্টরা।

পুরস্কার এ বছরেই

লাইব্রেরিয়ান ভয়েস গোলাম মুস্তাফা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পৃষ্ঠপোষকতায় এ বছরই উদ্বোধন হতে যাচ্ছে লাইব্রেরিয়ান ভয়েস গোলাম মুস্তাফা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট অ্যাওয়ার্ড। গ্রন্থ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার পেশাকে নিয়ে কাজ করে যাওয়া ব্যক্তিবর্গকে এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হবে। প্রথমবারের মতো এই পুরস্কার এ বছরের নভেম্বর মাসে প্রদান করা হবে।

Open Access Bangladesh উদ্যোগ

Development History and Bangladesh: Why History Matters for Development Practice এর উপর আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত

আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

Global Center for Innovation and Learning (GCFIL), USA and Bangladesh এর আয়োজনে এবং Open Access Bangladesh এর সার্বিক সহযোগিতায় গত ২০ মে ২০২২ বিকাল ৪ টায় রাজধানীর বাংলামোটরস্থ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ৫ম তলায় উন্নয়ন ইতিহাস বিষয়ে 'Development History and Bangladesh: Why History Matters for Development Practice?'-শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষক, গবেষক, ইতিহাসবিদ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে করা উক্ত সেমিনারে প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেমস ম্যাডিসন ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের অধ্যাপক ড. মাইকেল গুবশের (Dr. Michael Gubser)।

ড. গুবশের তার তথ্যপূর্ণ আলোচনায় ইতিহাস চর্চার গুরুত্ব ও বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো কীভাবে ইতিহাসের দায় ধরে রেখেই নিজেদের উন্নয়ন ঘটাতে পারে, এদিকে আলোকপাত করেন। বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগীদের আরও সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এ দেশের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে মানুষের চিন্তার পদ্ধতি বোঝার ওপর জোর দেন তিনি।

প্যানেল স্পিকার হিসেবে আলোচনা করেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস প্রফেসর ড. মনজুর আহমেদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারভেনশনাল হেপাটোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব ও যমুনা টিভির বিশেষ প্রতিনিধি মো. মাহফুজুর রহমান মিশু। তারা ড. গুবশেরের বক্তব্যের সূত্র ধরেই সুপ্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলা অঞ্চল, জনগোষ্ঠী ও জাতিসত্তার পরিচয় বিশ্লেষণ করেন, এই জাতির সমস্যাগুলো তুলে ধরেন এবং সমাধানের ওপর আলোকপাত করেন। একই সঙ্গে ইতিহাস চর্চা একটি দেশ ও সমাজ উন্নয়নের পথে কতটা মূল্যবান, এ বিষয়ে নিজেদের মতামত তুলে ধরেন। সেমিনারটি বিকেল ৪:৩০টায় শুরু হয়ে রাত ৮টা অবধি চলে।

School Librarians' Duties and Responsibilities in Enhancing Quality Education

Aktarul Islam

Education Policy 2010 has opened a new window for library professionals in Bangladesh. Under the education policy library profession has not only been emphasized as one of the fast-growing professional destinations for the young and energetic job seekers but it has recognized the occupation of a librarian as a teaching one. Library professionals have long been fighting to keep their heads held high against all odds with veneration and decency to achieve the status of a teacher. Bangladeshi librarians are now coming in a lineup with the international library community after gaining an opportunity to prove themselves worthy candidates for accomplishing the roles of academicians. The task is not easy. Library professionals have to venture an unsmooth journey to prove their ability in this regard.

A good number of schools and colleges, particularly in the rural areas, do not have a library on the academic premises. A librarian might have faced difficulties in convincing the school authority to establish a library with sufficient reading materials. This is a serious challenge for the library professionals, yet they need to show their prudence and far-slightness to institute a congenial library atmosphere concerning the academic needs and requirements.

The first and foremost philosophy of librarianship is to learn something about everything. Librarians are an integral part of lifelong learning and their main focus will be on learning beyond their area of expertise. In addition to managing library activities, librarians need to engage themselves in teaching and learning activities to play the role of a teacher on different subjects. Library and Information related courses are mainly taught at the college or university level and library professionals do not have to ponder over much library science-related curriculum at secondary schools. So to accomplish the roles of a teacher, they should play the part of a substitute teacher of English, Bangla, History, Science, Math, and other disciliplines.

Since librarians are now enjoying the status of assistant teachers both at the School and Madrasah levels, their active participation in teaching will enhance the quality of education and make the academic libraries the centers for increasing academic caliber and steering up teaching and learning activities. They need to prepare a class plan according to the requirements of the students. Their primary focus will be on the topic they intend to teach in the classroom. They need to arrange teaching materials according to the standard and benchmarks for the academic curriculum.

Moreover, the librarians should do homework about the course plans and emphasize the best teaching methods accessible and understandable for the students. They have to assess the student's learning outcomes based on acquired knowledge, skills, and experience at the end of a class session or by an assignment on a particular topic, course, or program.

Teaching at secondary levels has always been a challenging job and librarians must be positive in mastering strategies and techniques to get adjust to the changing situations. They should be open-minded while receiving questions from the students regarding the class session and give proper feedback in response to their queries. Some adamant students might not answer the question. They might not pay due attention, have side talking, or talk too much in the classroom which hampers the classroom environment. School librarians must know the strategies to handle these sorts of inconvenient scenarios with sagacity. They need to render special efforts to make the absent-minded students attentive to their lessons.

As Bangladeshi library professionals went all the way to gain the status of "Teacher" at school and college levels, it is time for them to introduce the "Teaching Librarianship" initiative to prove their capability as faculty members and contribute to expanding lifelong learning program. They must pursue higher education and training in Library and Information Science and keep themselves involved wholeheartedly in the ever-challenging learning atmosphere.

School librarians must collaborate with the faculty members to achieve common goals, coordinate efforts, and support the educational mission to enhance the quality of education. They need to be open-minded and proactive in leading the school libraries to create awareness among the teachers and students to gather new skills and knowledge to get accustomed to the dynamic learning environment.

Librarians are the literacy advocates who delve deep into making varieties of books outside the school curriculum available and accessible to students and teachers. They cultivate reading habits among the students and develop different strategies to support struggling students. They can also suggest books that would fit well with the age and interests of the students.

Managing resources for teachers and students is one of the most arduous tasks, and librarians must show their caliber in recommending resources that can help everyone. In this regard, librarians are the best resource managers who collect and circulate all the best lesson plans, school curricula, worksheets, and extra-curricular activities for the students and academics.

Librarians engaged in secondary educational institutions must keep their unceasing focus on information and communication technology. They have to take the lead in teaching information literacy and media literacy among the students to create awareness about information retrieval, social media platforms, communication technology, and the information superhighway. They can also help students differentiate between facts and

fiction amidst the vast ocean of knowledge and information. Moreover, school librarians stimulate leadership quality among the students and enhance their communication skills to face the challenges of the 21st century.

As Bangladeshi library professionals went all the way to gain the status of "Teacher" at school and college levels, it is time for them to introduce the "Teaching Librarianship" initiative to prove their capability as faculty members and contribute to expanding lifelong learning program. They must pursue higher education and training in Library and Information Science and keep themselves involved wholeheartedly in the ever-challenging learning atmosphere.

However, when it comes to teaching at the secondary levels, librarians must excel in library managerial activities to offer a student-friendly reading environment. School librarians need to be prompt in gathering ample knowledge regarding information literacy, teaching, and research to teach the students to accomplish the duties and responsibilities of a teacher. They will keep focusing on minimizing the problems of the learners. They can help other teaching staff with the best teaching method and collaborate with faculty members.

Besides, school librarians must have an active involvement in formulating syllabuses for different classes. They can also take part in prescribing counseling to enhance the quality of secondary education in Bangladesh.

The academicians and librarians should work collectively like in any other developed and developing country to fulfill the mission and vision of quality education at school levels. The education ministry must ensure that school librarians engage in teaching and learning activities for the betterment of all students. At present, enhancing quality education at secondary, higher secondary, and tertiary levels is one of the critical issues for our country. Librarians can contribute to developing the standard of education at school levels by promoting library culture by combining teaching librarianship to a great extent.

Aktarul Islam

Writer, Researcher, and Library Professional

e-mail: infoscience475@gmail.com

IFLA- WLIC আন্তর্জাতিক সম্মেলন ২০২২ অনুষ্ঠিত

এল.ভি. ডেস্ক: বিশ্বব্যাপী গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের অন্যতম সংগঠন IFLA 'র ৮৭ তম IFLA WLIC আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ২৬-২৯ জুলাই গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এটি IFLA 'র বার্ষিক ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম যার এবারের প্রতিপাদ্য ছিলো "Inspire, Engage, Enable, Connect."

সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বর্তমান IFLA প্রেসিডেন্ট Barbara Lison I এবারের সম্মেলনে ১০০ টি দেশের প্রায় ২০০০ এরও বেশি গ্রন্থাগার পেশাজীবী অংশগ্রহণ করেন। এবারের অনুষ্ঠানের কো-অরগানাইজার Library Association of Ireland। উল্লেখ্য, IFLA 'র প্রথম সম্মেলন ১৯২৮ সালে ইতালীর রোমে অনুষ্ঠিত হয়।

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে বি আই আই টি কর্নার উদ্বোধন

রাশেদ নিজামী

শিক্ষার উচ্চতর স্তর পর্যন্ত জ্ঞান একীভূত করার মহান উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে ১২ ই মে ২০২২ ইং তারিখে চালু হলো বি আই আই টি (বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট) কর্নার।এ সময় কর্নারটি বেলুন সজ্জিত করা হয় এবং ফিতা কেটে উদ্বোধন করা হয়। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরির সুবিশাল সংগ্রহের সাথে যুক্ত হলো আরো ছয় শতাধিক বই এবং জার্নাল এর এই কর্নার, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের জন্য দারুনভাবে সহায়ক হবে।

উক্ত কর্নার উদ্বোধন এর সময় উপস্থিত ছিলেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ডঃ এম লুফর রহমান, উপ-উপাচার্য প্রফেসর ডঃ এস এম মাহবুবুল হক মজুমদার, লাইব্রেরিয়ান ডঃ মোঃ মিলন খান, ফ্যাকাল্টি অফ হিউম্যানিটিজ এন্ড সোস্যাল সাইন্স এর ডীন এবং লাইব্রেরি কমিটির সভাপতি প্রফেসর এ এম এম হামিদুর রহমান এছাড়াও বি আই আই টি থেকে উপস্থিত ছিলেন বি আই আই টি এর এক্সিকিউটিভ কমিটির (২০২১-২০২২) ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব এম এ রশিদ খান, ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ এম আব্দুল আজিজ, ডিরেক্টর মোঃ সুলাইমান মিয়া।

লাইব্রেরি জার্নাল নিয়ে কিছু কথা

আনিকা তাবাচ্ছুম

একটি জার্নাল হল একটি সাময়িক প্রকাশনা, যা সাধারণত একটি নিয়মিত সময়সূচীতে প্রকাশিত হয়, যাতে বিভিন্ন বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত থাকে। এগুলিকে সাধারণত বিজ্ঞাপন, ক্রয় মূল্য, প্রিপেইড সাবস্ক্রিপশন বা তিনটির সংমিশ্রণ দ্বারা অর্থায়ন করা হয়। সাধারণত জার্নাল সমূহ একটি নির্দিষ্ট বিষয় বা পেশাগত কার্যকলাপ নিয়ে কাজ করে। একটি লাইব্রেরি জার্নালকে ঠিক একই ভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। পৃথিবীতে অসংখ্য লাইব্রেরি জার্নাল রয়েছে। এগুলো বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। মাঝে মাঝে তাদের বিষয়বস্তু এবং কাঠামোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু তাদের মূল উদ্দেশ্য হল গ্রন্থাগারের কর্মী, গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী, তথ্য প্রতিষ্ঠান এবং পাঠকদের সেবা প্রদান করা। নিচে বিশ্বের কিছু লাইব্রেরি জার্নাল নিয়ে আলোচনা করা হল।

১. লাইব্রেরি ত্রৈমাসিক:

লাইব্রেরি ত্রৈমাসিক হল একটি ত্রৈমাসিক ডবল-বেনামী পিয়ার-পর্যালোচিত একাডেমিক জার্নাল যা লাইব্রেরি বিজ্ঞানকে কভার করে, যার মধ্যে রয়েছে ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক, পরিসংখ্যান, গ্রন্থপঞ্জী, ব্যবস্থাপনাগত, মনস্তাত্ত্বিক এবং শিক্ষাগত দিকগুলি। এটি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং ১৯২৬ সালে আমেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা নির্ধারিত তদন্ত এবং আলোচনার প্রয়োজন পূরণের জন্য এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সম্পাদকরা হলেন পল টি. জেগার (ইউনিভার্সিটি অফ মেরিল্যান্ড, কলেজ পার্ক), এবং নাটালি গ্রিন টেলর (ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ ফ্লোরিডা), সহযোগী সম্পাদক জেন গার্নার (চার্লস স্টার্ট ইউনিভার্সিটি, অস্ট্রেলিয়া) এবং শ্যানন এম. ওল্টম্যান (কেন্টাকি বিশ্ববিদ্যালয়) সহ। লাইব্রেরি ত্রৈমাসিকটি ১৯৩১ সালের জানুয়ারিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যে বছর লি পিয়ার্স বাটলার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট লাইব্রেরি স্কুলে যোগদান করেছিলেন, যেখানে বই এবং ব্যবহারকারীদের মধ্যে সম্পর্কের একাডেমিক অধ্যয়ন হিসাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান মূলত ধারণা করা হয়েছিল। এইভাবে, এটির প্রকাশনার ইতিহাস একাডেমিক পৌঁছানোর ক্ষেত্র হিসাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অস্তিত্বের সমান্তরাল। ২০০৪ সালে লাইব্রেরি ত্রৈমাসিক অনলাইনে চলে যায়, অতিরিক্ত নিবন্ধ, বিষয়বস্তু এবং অনন্য সম্পূরক যোগ করে। অনলাইন বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সর্বাধিক অ্যাক্সেস করা এবং সর্বাধিক উদ্ধৃত নিবন্ধগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২. ডকুমেন্টেশনের জার্নাল:

দ্য জার্নাল অফ ডকুমেন্টেশন হল একটি ডবল-ব্লাইন্ড পিয়ার-রিভিউ করা একাডেমিক জার্নাল যা তথ্য বিজ্ঞানের তত্ত্ব, ধারণা, মডেল, কাঠামো এবং দর্শন কভার করে। জার্নালটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ নিবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন এবং সমালোচনামূলক পর্যালোচনা প্রকাশ করে। জার্নাল অফ ডকুমেন্টেশনের পরিধি হল বিস্তৃতভাবে তথ্য বিজ্ঞান, সমস্ত একাডেমিক এবং পেশাদার শাখাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যা রেকর্ড করা তথ্য নিয়ে কাজ করে। এর মধ্যে তথ্য বিজ্ঞান, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, এবং সংশ্লিষ্ট শাখা, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, জ্ঞান সংস্থা, তথ্য অনুসন্ধান, তথ্য পুনরুদ্ধার, মানুষের তথ্য আচরণ এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়। জার্নালটি পান্না গ্রুপ পাবলিশিং দ্বারা প্রকাশিত হয়। এটি সাবস্ক্রিপশনের জন্য এককভাবে এবং পান্না লাইব্রেরি এবং তথ্য অধ্যয়ন বিষয় সংগ্রহের একটি অনলাইন সদস্যতার অংশ হিসাবে উপলব্ধ।

৩. জার্নাল অফ লাইব্রেরিয়ানশিপ অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স (JOLIS):

লাইব্রেরিয়ান, তথ্য বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ, ব্যবস্থাপক এবং শিক্ষাবিদদের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিকতম সমস্যা এবং উন্নয়নের সাথে আপ টু ডেট রাখতে আগ্রহীদের জন্য এটি পিয়ার-পর্যালোচিত আন্তর্জাতিক ত্রৈমাসিক জার্নাল।

অনেক চ্যালেঞ্জ এবং ক্রমাগত বিকশিত পরিবেশের সম্মুখীন একটি পেশায়, JOLIS অনুশীলনকারী গ্রন্থাগারিক, তথ্য কর্মী এবং শিক্ষাবিদদের কাছ থেকে গবেষণাপত্র প্রকাশ করে যা গবেষণার ফলাফলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে গ্রন্থাগারিকতা এবং তথ্য বিজ্ঞানের সমস্ত দিককে প্রতিফলিত করে, কাজের অনুশীলনে উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের প্রতিবেদন এবং উদ্বেগের আলোচনার উপর। তথ্য পেশা কেন্দ্রীয়. জার্নালটি মূল কাগজপত্র এবং পর্যালোচনা নিবন্ধ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং বই পর্যালোচনা প্রকাশ করে।

৪. একাডেমিক লাইব্রেরিয়ানশিপের জার্নাল:

এটি একটি পিয়ার-পর্যালোচিত একাডেমিক জার্নাল যা একাডেমিক লাইব্রেরির সাথে সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় কভার করে। জার্নালটি বইয়ের পর্যালোচনা, বিশ্লেষণমূলক নিবন্ধ এবং গ্রন্থপঞ্জিমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করে। এটি ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এলসেভিয়ার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল। একাডেমিক লাইব্রেরিয়ানশিপের জার্নাল প্রথম ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়েছিল এবং তখন থেকেই এটি একটি দ্বিমাসিক প্রকাশনা। এটি প্রাথমিকভাবে রিচার্ড এম ডগার্টি এবং উইলিয়াম এইচ ওয়েব দ্বারা সম্পাদনা করেছিলেন। বর্তমান সম্পাদক-ইন-চিফ হলেন আমান্ডা ফোক (ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটি)।

৫.লাইব্রেরি হাই টেক:

লাইব্রেরি হাই টেক (LHT) হল একটি আন্তর্জাতিক, ডবল-ব্লাইন্ড পিয়ার-রিভিউড, SSCI- তালিকাভুক্ত জার্নাল যেটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিস্তৃত শাখার সাথে প্রাসঙ্গিক যেকোনো বিষয়ে অভিজ্ঞতামূলক, ধারণাগত এবং পদ্ধতিগত অবদানকে স্বাগত জানায়। যাইহোক, এলএইচটি বিশেষ করে তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি, এবং সিস্টেমগুলির সাথে সম্পর্কিত যা লাইব্রেরি এবং সাংস্কৃতিক স্মৃতি, শিক্ষা এবং একাডেমি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, সরকারী/পাবলিক সেক্টর, এবং বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) সমর্থন করে। LHT IT-সক্ষম সৃষ্টি, কিউরেশন, উপস্থাপনা, যোগাযোগ, স্টোরেজ, পুনরুদ্ধার, বিশ্লেষণ, এবং রেকর্ড, নথি, ফাইল, ডেটা, শেখার বস্তু এবং অন্যান্য বিষয়বস্তু ব্যবহার করে। এটি আন্তঃবিষয়ক এবং উদীয়মান বিষয়গুলির জন্য একটি ফোরাম হিসাবে কাজ করে যেমন সামাজিক-তথ্য অধ্যয়ন, শিক্ষাগত প্রযুক্তি, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, বিগ ডেটা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা, ডিজিটাল সাক্ষরতা, অন্যান্য মিডিয়া এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিষয়গুলি গ্রন্থাগারগুলিতে তাদের অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে। পাশাপাশি অন্যান্য শিক্ষা, তথ্য, সরকার এবং এনজিও।

উপরে আলোচিত জার্নাল ছাড়াও আরো অনেক লাইব্রেরী জার্নাল আছে। এগুলো তার মধ্যে অন্যতম হল-

ক্যাটালগিং এবং শ্রেণীবিভাগ ত্রৈমাসিক, লাইব্রেরি ট্রেন্ডস, জার্নাল অফ লাইব্রেরি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, জার্নাল অফ ইনফরমেশন সায়েন্স, সায়েন্টমেট্রিক্স, লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট জার্নাল অফ ইনফরমেট্রিক্স।

References: www.wikipedia.com, www.sciencedirect.com

আনিকা তাবাচ্ছুম
গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ,
লালমাটিয়া মহিলা কলেজ, লালমাটিয়া, ঢাকা।

স্মৃতিতে ড. রেজা

এম. শামসুল ইসলাম খান

আমি বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি, (ল্যাব)-এর সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে রেজাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। তাঁর সাথে প্রথম পরিচয় কীভাবে হয়েছিল তা মনে করতে পারছি না। গ্রন্থাগার পেশাজীবী সংগঠনগুলোতে ড. রেজার ছিল সক্রিয় উপস্থিতি। পেশাজীবী সংগঠনগুলোর বিভিন্ন আয়োজনে রেজা নিরলসভাবে কাজ করতো। ল্যাব এর বিভিন্ন কর্মকান্ডে সে ছিল আমার ছায়াসঙ্গী। মানুষকে আকর্ষণ ও সম্মোহন করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল ড. মির্জা মোহা: রেজাউল ইসলামের। নবীন প্রবীণ সকলের সাথেই তাঁর ছিল আত্মিক ও সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক। যখনই দেখা হতো মুখভরা হাসি নিয়ে কুশলাদি বিনিময় করতো।

ড. রেজা সবসময় গ্রন্থাগার পেশা ও পেশাজীবী নিয়ে ভাবতেন এবং পেশাজীবীদের পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতেন। পেশাজীবীদের দক্ষ করে গড়ে তোলার এবং তাদের উন্নয়নের জন্য তিনি বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতি, বেলিড থেকে বিভিন্নমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল তা খুবই ফলপ্রসূ,গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশংসনীয়ও বটে। বেলিড কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে, ড. রেজা আমাকে নিয়মিত আমন্ত্রণ জানাতেন, কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্যি আমি তাঁর কোন আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারেনি, নানাবিধ ব্যস্ততা ও শারীরিক সমস্যার কারণে। এজন্য আমার অনুশোচনা নিঃশেষ। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে বেলিডকে যে জায়গায় ড. রেজা রেখে গেছে তা থেকে আরও উচ্চতর পর্যায়ে নেওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গী-সাথীরা তাঁর অভাব পূরণ করার উদ্দেশ্যে আরও কার্যকর কর্মপরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তাতে রেজার আত্মা শান্তি পাবে। বেলিডের আজকের এই অবস্থানের পিছনে ড. রেজার অবদান সবসময় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পেশাজীবীদের জন্য নিবেদিতভাবে কাজ করে যাওয়া এবং তাঁর নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ পেশাজীবীদের জন্য চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকবে। তরুণ প্রজন্ম তাঁর অনুসৃত পথ অনুসরণ করে ভবিষৎ চলার পথকে মসৃণ করতে পারে। ওঁর যে কর্মস্পৃহা তা সত্যিই অনুসরণ করার মতো, গ্রন্থাগার পেশা ও পেশাজীবীদের জন্য তাঁর প্রয়াস তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে। তাঁর এ অকালপ্রস্থানে যে জায়গাটি খালি হলো তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। ড. রেজার বিদেহ আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

লেখকঃ এম. শামসুল ইসলাম খান

প্রয়াত কিংবদন্তী গ্রন্থাগার পেশাজীবী। তাঁর বর্ণাঢ্য পেশাজীবনের দীর্ঘ ২৫ বছর তিনি icddr,b র Information Service Center এর প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন Bangladesh University of Health Science এর লাইব্রেরি এডভাইজার এবং ডিপার্টমেন্ট অব এপ্ল্যাইড ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড কালচার বিভাগের প্রধান। তিনি বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন। তাঁকে বাংলাদেশের সম্পাদনা ও প্রকাশনার পুরোধা বলে গণ্য করা হয়।

দূরবীনে ব্যাকবেঞ্চার: স্মৃতিকাতরতার ঐন্দ্রজালিক উপস্থিতি

আসিফ মাহতাব পাভেল

লেখকঃ অসীম হিমেল

প্রকাশকঃ শব্দশৈলী

পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ১৯২

প্রথম প্রকাশঃ ২০২২

মূল্যঃ ৩৫০/-

নব্বই দশকের কিশোর-কিশোরীদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো তারা ঐতিহ্য আর আধুনিকতার যুগসন্ধিক্ষণের রাজসাক্ষী। উন্মুক্ত খেলার মাঠ থেকে কম্পিউটার গেমে সূচনালগ্নের খেলোয়াড়। একদিকে তীব্র অনুভূতিশীলতা অন্যদিকে যান্ত্রিক প্রতিযোগিতা এই দুইয়ের মিশেলে নব্বই দশকের টিনএজ প্রজন্মের শৈশব রচিত। তৎকালীন মধ্যবিত্ত পরিবারের কিশোরকিশোরীদের চিত্র কমবেশি একইরকম।

কিন্তু উপন্যাসেতো আর সাদামাটা জীবনের একঘেঁয়ে রচনা চলে না। সেখান কমন কিছু উপকরণ থাকতে হয়, প্রেম, বন্ধুত্ব, রহস্য, নাটকীয়তা। হুমায়ুন আহমেদ, এমদাদুল হক মিলন আর কাজী আনোয়ার হোসেনের মাসুদ রানার পাঠককূল এবং এই পাঠককূল থেকে যারা লেখক হয়েছেন তাদের কাছে এসব উপকরণ খুবই প্রত্যাশিত।

লেখক অসীম হিমেলের 'দূরবীনে ব্যাকবেঞ্চার' বইটিতেও উপর্যুক্ত উপকরণের উপস্থিতি দৃশ্যমান। শৈশব স্মৃতির এমন তীব্রতর হাহাকার বিরলতম মনে হয়েছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র শুভ্রর শৈশব আর বর্তমানের সমান্তরাল ঘটনার নাটকীয় পরিসমাপ্তি ঘটলেও উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বার উন্মোচিত রয়ে গেছে।

শুভ্র আর তার বন্ধুরা প্রতিনিধিত্ব করেছে এমন একটা সময়ের যখন উচ্চতর শিক্ষায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কেবল যাত্রা শুরু করেছে। বুয়েট, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ ছিল মেধা ও মননের মাপকাঠি। প্রতিটি বাবা-মা এবং তাদের শিক্ষার্থী সন্তানদের স্বপ্ন ছিল এসব প্রতিষ্ঠানে নিজের ঠিকানা খুঁজে নেয়া। তবে এখনকার মতো তখনও সহজ ছিল না ভর্তি যুদ্ধ পেরিয়ে নিজেদের মনোমতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুযোগ পাওয়া। সৌভাগ্যবান মেধাবীরা প্রথম সুযোগে ভর্তি হতে পারলেও তাদের ব্যাচমেটদের বড় অংশকে ফেলে যেতে হয়েছে দ্বিতীয়বারের ভর্তি যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য।

আলোচ্য উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলো এই দ্বিতীয় যুদ্ধের যোদ্ধা। হতাশা, শুন্যতা আর অদম্য মনোবাসনাকে উপজীব্য করে প্রতিটি ক্ষণ পার করতে হয়েছে পরবর্তী ভর্তি যুদ্ধে নিজেদের শাণিত করতে। প্রেমের বিরহ আর বন্ধুত্বের দ্বন্দ্বে ছিল সময়ের সংঘাত।

হ্যাঁ, আপনি, আমি এবং আমাদের মতো অনেকেই এসব বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েই বর্তমানে উপস্থিত হয়েছি। জীবন নদীর প্রবাহ আমাদেরকে যার যার ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েছে। দূরবীনে ব্যাকবেঞ্চার বইটিও এমন একটি নদী। বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে সুদূর আমেরিকার কুখ্যাত গুয়ান্তানোমো বে কারাগারের জীবনযুদ্ধ এবং সেখান থেকে আবারও দেশমাতৃকায় ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার মায়াময় ঘটনার সাক্ষী হবেন বইটির পাঠকগণ। আর জেমস, আইয়ুব বাচ্চুর গান যাদের হৃদয়ে এখনও ঢেউ তোলে তাদেরও স্মৃতিকাতর করবে।

এবারের বই মেলায় অন্যতম বেস্টসেলার দূরবীনে ব্যাকবেঞ্চার। হার্ডকভারে মোড়ানো ১৯৮ পৃষ্ঠার বইটি প্রকাশিত হয়েছে শব্দশৈলী থেকে।

লিখুন আপনিও

প্রচেষ্টায় ডম বর্ষে

প্রিয় পাঠক,
লাইব্রেরিয়ান ভয়েসে লিখুন আপনিও। পাঠিয়ে দিন আপনার গ্রন্থাগারের সংবাদ। লিখতে পারেন গ্রন্থাগার পেশা সম্পর্কিত কোন মৌলিক প্রবন্ধও।

লেখা পাঠান এই ঠিকানায়
librariansvoice@gmail.com

প্রচেষ্টায় ডম বর্ষে

LIBRARIAN ONLINE BULLETIN VOICE

ISSN 2710-0103 www.librarianvoice.org

ISSN 2710-0103

LIBRARIAN VOICE

ONLINE BULLETIN

প্রতি সংখ্যায়

- প্রবন্ধ
- মতামত
- ফিচার
- সংবাদ
- বুক রিভিউ

www.librarianvoice.org

librariansvoice@gmail.com

/librarianvoice

/librarian_voice

/librarianvoice

/librarian_voice

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের কথা বলে